

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হংকং, ১৫ আগস্ট ২০২৩

বিষয়: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, হংকং কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আজ ১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পালন করেছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, হংকং। দিনের শুরুতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা হয়। কনসাল জনাব কামরুল হাসান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেলসহ কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, হংকংস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর কনসাল জেনারেল, মির্জা ইসরাত আরা, কনস্যুলেট-এর পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। এরপর উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণ। পরবর্তিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা ও ১৫ আগস্টের সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম ভাবে হত্যা বাঙালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও বর্বরোচিত ঘটনা। তিনি আরো বলেন, ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার ভিত্তিও রচনা করে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি তাঁকে বিশ্বের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার মর্যাদায় আসীন করেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুক ধারণ করে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রাখতে একযোগে কাজ করার জন্য সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহীদ সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আগত অতিথিদেরকে আপ্যায়ন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

